ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No.944-950
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.088

আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্যে প্রবাদ: দর্পণে সমাজ জীবন

রাকেশ দেবনাথ, *অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 18.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025

©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Proverbs are an important branch of folklore that emerge from traditional life. They are the product of human wisdom and long-standing experience. Proverbs are enriched with brevity of expression and the essence of human experience. They encapsulate the deep emotions of rural life as well as the distilled wisdom of long-lived traditions. Proverbs form a highly developed category of folklore, deeply rooted in cultural traditions. They originate from the collective experiences of ordinary people. Over time, communities have created proverbs in harmony with their ways of life. Though proverbs were originally crafted by people of the past, they have now found a place in refined modern literature.

The creation of every proverb is rooted in long-standing social experience and specific events. Rural people may not have scientific knowledge, but they possess deep understanding of nature's moods, storms and rain, tides, trees and plants, rivers and mountains, animals, and their surroundings. They keenly observe human nature, social customs, the struggles of daily life, selfishness, and other aspects of human behaviour. It is from this awareness that proverbs emerge. Proverbs play a significant role even in the smallest family units. Many proverbs have originated based on household relationships and domestic life.

Nearly every country in the world has proverbs. A proverb is a universal art. The structure, meaning, and usage of proverbs are nearly the same everywhere. However, due to geographical and cultural differences, variations exist. That is, similar proverbs take different forms and imagery in different places. Proverbs are a crucial element of folklore, and they remain deeply relevant to contemporary life. In modern times, proverbs appear in various forms of literature, including poetry, novels, essays, newspapers, dramas, speeches, advertisements, and even daily conversations. Proverbs are the shortest form of folklore, yet they are rich in meaning. No matter how brief a proverb is, it carries significant depth. Proverbs are primarily the product of practical human experience rather than mere emotions. They have the ability to express profound meaning in just a few words. They can be compared to tightly crystallized structures – just as crystals are formed through a scientific process, proverbs emerge from the practical knowledge and experiences of society. Within these proverbs, the reflection of society itself can be observed.

Key words: *Folk culture, real-life experiences, historical events, legends, agriculture, water and air, and social customs.*

প্রবাদ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বিশেষ কোন উক্তি বা কথন। ‘প্র’ পূর্বক ‘বাদ’ (বাদ+অ) হচ্ছে প্রবাদ। অর্থাৎ, যে উক্তি লোক পরম্পরায় জনশ্রুতিমূলক ভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তাই হল প্রবাদ। প্রবাদ নুড়ি পাথরের মত

সমাজ মানুষে জন্ম নিয়ে জীবন স্রোতের অনেক পথপরিক্রমা করে একটি নিটোল রূপ লাভ করে। এরপর তার আর কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ তা আর ভাঙ্গে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। গাথার কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী Cecil Sharp যা বলেছিলেন, প্রবাদ সম্বন্ধেও তা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য:

> "The method of oral transmission is not merely one— during its journey down the ages its individual angles and irregularities are rubbed and smoothed away , just as the pebble on the sea – shore has been rounded by the action of the waves"[১]

প্রবাদের দুটি অর্থ আছে-একটি আক্ষরিক অর্থ (Literary meaning) অপরটি ব্যঞ্জনার্থ (Inner meaning) আক্ষরিক বা বাহ্যিক অর্থে প্রবাদের প্রয়োগ খুব কম। ব্যঞ্জনার্থেই প্রবাদ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন 'সাপের পাঁচ পা দেখা' বাহ্যিক অর্থে সাপের পাঁচ পা নেই তা অবাস্তব। কিন্তু এর গোড়ার অর্থ হল অবশ্যয় স্পর্ধিত হওয়া। অর্থাৎ প্রবাদে একটি প্রতীক বা রূপক ধর্ম আছে। প্রবাদ সম্বন্ধে **ড.আশরাফ সিদ্দিকী** তার 'লোক-সাহিত্য'গ্রন্থে যে কথাটি বলেছেন:

> "বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে অসংখ্য প্রবাদ সংগৃহীত হবার পর আমরা এই সিদ্ধান্তেই এসেছি যে ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদির মত প্রবাদ ও তার ব্যবহারও একটি আন্তর্জাতিক রীতি-'an international art।"[২]

প্রবাদ সম্বন্ধে খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ Disraeli বলেছিলেন :

> "They were anterior to books and formed the wisdom of the vulgar and in the earlier ages were the unwritten laws of the morality, they sprang from an unknown source, increased in volumes as they rolled on and were adopted by all as unconsciously as they have sprung into existence."[৩]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবাদের শ্রেণিবিভাগ করলে সমাজ, জীবন ও জগতের সব চিত্রই দেখা যায়। প্রবাদের শরীর তথা দেহ নির্মাণে প্রবাদ নির্মাতা 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত এমন কোন বিষয় নেই যা তারা গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ উচ্চ থেকে উচ্চ বিষয়ে এবং তুচ্ছ থেকে অতি তুচ্ছ বিষয় পর্যন্ত সবকিছু তার মাথায় চিন্তায় ও কল্পনায় ছাপ ফেলেছে। বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিকগণ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রবাদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।
ড.আশরাফ সিদ্দিকী তার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে প্রবাদের নিম্নোক্ত শ্রেণিবিভাগ গুলির কথা বলেছেন। যথা:

(১) কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা
(২) কোন ঐতিহাসিক ঘটনা
(৩) কিংবদন্তি
(৪) চাষ-বাস-জল-বায়ু
(৫) সামাজিক রীতিনীতি
(৬) লোকো ওষুধ, ইত্যাদি।

বাংলা লোকসাহিত্যের ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, গান, লোককথা প্রভৃতি সকল বিভাগেরই যথেষ্ট সমৃদ্ধি কিন্তু তারপরেও লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে বিশেষভাবে প্রবাদ চর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা গেছে। এর মূল কারণ বাঙালির প্রত্যহিত জীবনে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অপরাপর বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক গুরুত্বেই রয়েছে নিহিত। প্রবাদের মধ্যে একটি নিত্যতা আছে। প্রবাদ যে বহু বৈচিত্র্যময় তার প্রমাণ রয়েছে। প্রবাদের বিষয় বিভাজনে। প্রবাদের মধ্যেই সমাজের গতি বিধির সবকিছু ধরা পড়ে। পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্ক, কৃষি জীবন, শুভ-অশুভ বোধ, খনার বচন, বিবাহ, চিকিৎসা, রাজনীতি, পৌরাণিক প্রসঙ্গ সবকিছুই প্রবাদে প্রকাশ পায়। তবে সব চেয়ে বড় কথা প্রবাদ নারী কণ্ঠে সৃষ্টি, গ্রাম্য নারীরাই এর ধারক ও বাহক।

এখন আমরা আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত প্রবাদগুলির ব্যাখ্যা করতে পারি:

> "পিঠা বল মিঠা বল ভাতের মত নাই।
> খালা বল ফুফু বল মায়ের মত নাই।।"[৪]

ব্যাখ্যা: পরিবারে নারীর অবস্থান বিবিধ। নারী কখনো মা, কখনো শাশুড়ি, কখনো স্ত্রী, সতীন, কন্যা, পুত্রবধূ, ননদ, বোন, কখনো আবার মাসি পিসি কিংবা খালা ফুপু। নারীর এইসব রূপের শুভ অশুভ দিক, দ্বন্দ্ব কলহ, বিদ্বেষ-হিংসা,

উত্তেজনা, অবসাদ, দৈন্য, সংকীর্ণতা অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রবাদে ফুটে উঠে। 'মা' বাঙালির ঘরের প্রধান নারী চরিত্র। তাই মায়ের তুলনায় মাসি পিসি কিংবা খালা ফুফুর সঙ্গে হয় না। একমাত্র 'মা'ই আছেন যে আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। চিড়ে মুড়ির সঙ্গে যেমন ভাতের তুলনা হয় না তেমনি পিসি-মাসির সঙ্গেও মায়ের তুলনা হয় না মায়ের এই অতুলনীয় তাই প্রবাদে চিড়ে মুড়ি কিংবা পিঠার সাথে যেমন ভাতের তুলনা হয় না ঠিক তেমনি মাসিক পিসি কিংবা খালা ফুফুর সঙ্গে দরদী মায়ের তুলনা হয় না। মা অতুলনীয়। মায়ের কোন অন্যরূপ সংসারে নেই।

"বাড়ির শোভা বাগ্ বাগিচা ঘরের শোভা ওসারা।
দাঁতের শোভা মাজন মিশি চোখের শোবা ইশারা।।"[৫]

ব্যাখ্যা: সৌন্দর্যতা বুঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। এই প্রবাদটি আমাদের গ্রামেও এখনো প্রচলিত আছে। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে বাড়ির শোভা অর্থাৎ সৌন্দর্য ফুলের গাছ বা গাছপালা আর ঘরের শোভা ওসারা। ওসারা কথার অর্থ ঘরের পীরা বা ধাইর। কোন ঘরের পীরা বা ধাইর না থাকলে সেই ঘর দেখতে সুন্দর লাগে না, এই কথাটাই বলা হয়েছে এখানে। প্রবাদটিতে আরো বলা হয়েছে মানুষের দাঁতের সৌন্দর্য মাজন আর চোখের সৌন্দর্য ইসারায় কথা বলা।

"আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ"[৬]

ব্যাখ্যা: হঠাৎ পরিবর্তন অর্থে রূপক এর আশ্রয়ে গ্রামবাংলায় এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন অর্থনৈতিকভাবে হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠে তখন ব্যবহৃত হয় এই ধরনের প্রবাদ। অনেক প্রবাদ লোকসমাজ থেকে সাহিত্যে স্থান করে নেয় । আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ত্রিপুরার কোথাকার অরুণোদয় সাহার 'পদ্মপাতায় জল' উপন্যাসে দিবাকর যখন শরণার্থী শিবিরে ঘর তৈরি করার কাজ শুরু করে অল্প দিনের মধ্যে সরকারের টাকা নয় ছয় করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় তখন কোথাকার এই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রচলিত বাংলা লোকগানও আছে।

"সূচ কয় চালনীরে, তোর নিচে কেন ছেঁদা।"[৭]

ব্যাখ্যা: পরনিন্দা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। মানুষ যখন নিজের অবস্থা ভুলে অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করে তখন এই ধরনের প্রবাদ গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সূচের বৈশিষ্ট্য হল তার উপরের অংশ সূচালো এবং নিচের অংশে সুতো আটকানোর জন্য একটি ছিদ্র থাকে। আর চালনীর বৈশিষ্ট্য হল গোলাকার তার সারা দেহে সহস্র ছিদ্র। এখানে সূচেরও ছিদ্র আছে আবার চালনিরও ছিদ্র আছে। এখানে সূচ নিজের গঠন বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে চালনিকে বলছে উপরোক্ত কথাটি। গভীর ভাবে দেখলেই সূচ ও চালনী দুটোই জড়বস্তু। জড়বস্তু কথা বলতে পারে না। তাই এই প্রবাদ বাক্যটি সমাজেরি মানুষের পরনিন্দা বুঝায়।

"তেলা মাথায় তেল দেওয়া"[৮]

ব্যাখ্যা: নিজের দুর্বলতা বা দারিদ্রতা প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি বলা হয়। এই প্রবাদটির প্রধান অর্থ দাঁড়ায় এমন, যার যা কিছু আছে তাকে আরো দেওয়া। কিন্তু যার নেই যে জিনিসগুলি তার দরকার সে কিছুই পায় না। তখন সে অভিমানে এই সমস্ত প্রবাদ গুলি উচ্চারণ করে। বলা হয়েছে তেলা মাথায় তেল দেওয়া অর্থাৎ যার মাথায় তেল আছে তার মাথায় আরো তেল দেওয়া। আসলে এখানে তেল দেওয়াটা প্রতীক মাত্র বা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন প্রবাদ স্রষ্টা।

"অকালে বাড়ে সকালে মরতে।"[৯]

ব্যাখ্যা: কথায় আছে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়, উপরোক্ত প্রবাদে এই কথাই বোঝানো হয়েছে যে, যে উপযুক্ত সময়ের আগে শঠতা করে সাফল্যের পর সাফল্য পেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, সে ততো তাড়াতাড়িই উঁচু থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে ঝড়ে পরে। তাই কখনো শঠতা বা প্রবঞ্চনা করে সাফল্য পেতে নেই কারণ সেই সাফল্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। অকালে বাড়ে অর্থাৎ সময়ের আগে বেড়ে যাওয়া বা বড় হয়ে যাওয়া সকালে মরতে অর্থাৎ অসময়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার। আলোচ্য প্রবাদটি এসব বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়।

"অভাবের স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরণে।
ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট
শ্রী নষ্ট মারনে।।"[১০]

ব্যাখ্যা: 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' অর্থাৎ মানুষ অভাবে পড়লে তার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে যা কিছু করে বশে। অর্থনৈতিক অভাবে মানুষ চুরির পথ ও বেছে নেই। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ১৩৫০ মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' কবিতার কথা। সেখানে আমরা দেখতে পাই একটু ফ্যানের জন্য মানুষের হাহাকার। একটু খাবারের জন্য মানুষ ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই যে মানুষ খাবারের অভাবে তার স্বভাব অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন ভুলে গিয়ে ডাস্টবিনে খাবার সংগ্রহ করছে। তাই উপরোক্ত বাক্যের প্রথম চরণে বলা হয়েছে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। 'মুখ নষ্ট বরণে' আমাদের শরীরের সব থেকে সুন্দর অংশ মুখমণ্ডল। এই মুখমণ্ডলে দেখা দেয় বরণ। যা পরবর্তী সময়ে ভালো হয়ে গেলেও তার কিছু ছাপ বা দাগ রেখে যায়। তার জন্য মানুষের মুখের সৌন্দর্য কমে যায়। তাই বলা হয়েছে 'মুখ নষ্ট বরণ'। ঝড় বৃষ্টির সময় খেতে পাকা ধান থাকলে তা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা বন্যা হলে সকল ধরনের শস্যজাতীয় ফসল এবং অন্যান্য ফসল ঝরায় নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে 'ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট'। অতিরিক্ত শাসন করলে যেমন ছেলেমেয়েরা হাতের বাইরে চলে যায় তেমনি ঘরের স্ত্রী কেউ অতিরিক্ত শাসন তথা মারতে নেই। স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত শাসন দেখিয়ে স্ত্রীকে মারলে স্ত্রী নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ সে স্বামীর কথা গুরুত্ব নাও দিতে পারে। তাই বলা হয়েছে 'স্ত্রী নষ্ট মারনে'

"বিপদে বন্ধুর পরিচয়।"[১২]

ব্যাখ্যা: বন্ধুত্ব সম্পর্কে এই প্রবাদটি বলা হয়। আমাদের সমাজে কত ধরনের মানুষই না আছে। তাদের কারো কারো সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয় কিন্তু প্রকৃত বন্ধু কে? যে বা যারা আমার সুখে-দুখে সব সময় পাশে থাকে তাকে প্রকৃত বন্ধু বা প্রিয় সখা বলা হয়। আর যে তোমার বিপদের দিনে বা দুঃখের দিনে পাশে থাকে না, কোন অজুহাতে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় সে তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়। তাই আলোচ্য প্রবাদে বলা হয়েছে 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়।'

"আক্কেলে সকল বন্দী ,জলে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, সালে বন্দী গাছ।।"[১২]

ব্যাখ্যা: বিবেকবোধ বুঝাতে প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। আমরা সবাই বিবেকের অর্থাৎ আক্কেলের কাছে বন্দী বা বাঁধা। জলে বন্দী থাকে মাছ । মাছ ডাঙ্গায় বাস করতে পারেনা। তাই সে জলে বন্দি। পুরুষ জাতির সাফল্যের মূলে থাকে কোন না কোন নারী সে নারী তার মা, স্ত্রী কিংবা অন্য কেউ। তাই বলা হয়েছে স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী। গাছ ছাল ছাড়া বাঁচতে পারেনা গাছের শিকড় থেকে একেবারে মগ ডাল পর্যন্ত সালে অর্থাৎ বাকলে মোড়ানো থাকে। তাই বলা হয়েছে সালে বন্দী গাছ।

"ইচ্ছা আছে যার,
উপায় আছে তার।"[১৩]

ব্যাখ্যা: মনোবল বাড়াতে এ ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কোনো ব্যাক্তি যদি মন প্রাণ দিয়ে কোনো জিনিস চায় তাহলে সেই ওই জিনিস টি যে কোনো প্রকারেই সে জিনিসটি পাবেই। কেউ যদি মনে অদম্য ইচ্ছে নিয়ে কোনো কাজ করতে যায়,তাহলে সেই কাজ যতই দুঃসাধ্য হোক না কেনো সে সফল হবেই। তাই সবসময় মনে সৎ ইচ্ছে রাখতেই হয়।

"নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।"[১৪]

ব্যাখ্যা: সম্বলহীনা বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। শুধু যে মামা নেই এই বিষয়টি বুঝাতেই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় এমনটা নয়। অন্যান্য অর্থেও এই প্রবাদটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। নাই মামা অর্থাৎ যার মামা নেই তার কাছে কানা মামা অর্থাৎ দৃষ্টিহীন মামাই ভাল।

"দুই সতীনের ঘর। খোদায় রক্ষা কর।
আন সতীনে নাড়ে চাড়ে। বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।
অশথ কেটে বসত করি সতীন কেটে আলতা পরি।।"[১৫]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত প্রবাদটি অনেকটা ছোড়ার মত। প্রবাদটিতে সমাজ ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদটির মধ্যে সমাজের 'সতীন প্রথার' দিকটি ফুটে উঠেছে। সমাজে কিছুকাল পূর্বেও যেই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল সেটি ছিল সতীন সমস্যা। ঘরে দুই সতীন থাকলে দুজনের মধ্যেই আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক থাকতো। কেউ

কারোর ভালো দেখতে পারত না। এইসব সমস্যাগুলির মধ্য থেকেই উপরোক্ত প্রবাদটির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও ভবানন্দ মজুমদারের দুই দুই স্ত্রী এর কীর্তিকলাপ দেখতে পাই।

"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"[১৬]

ব্যাখ্যা: সামাজিক অবস্থান বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ গুলি ব্যবহার করা হয়। এই প্রবাদে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কাজের সে যে কোন জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করবে। সে কখনো অজুহাত দেখিয়ে কাজ এড়িয়ে যাবে না। আবার প্রবাদটির ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যার প্রথম জীবন দুঃখের ছিল পরবর্তী জীবন ও দুঃখ কষ্টেরই হয় তখন এই ধরনের প্রবাদগুলি বলা হয়। কোন নারী যখন ছোটবেলায় বাবার বাড়িতে কষ্টে দিন কাটায় এবং পরবর্তী সময়ে স্বামীর ঘরেও কষ্টে দিন কাটাতে হয় তখন সে এই ধরনের প্রবাদ বলে।

"সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস—অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।"[১৭]

ব্যাখ্যা: পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে সৎসঙ্গে অর্থাৎ ভালো মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করলে ভালো মানুষ হওয়া যায় ভালো জায়গায় যাওয়া যায়। অর্থাৎ ভালো জায়গাকে এখানে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অসৎ সঙ্গ অর্থাৎ খারাপ মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করলে নিজেও খারাপ হয়ে যায়। আর নিজের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। বর্তমান ভাবনাগুলি বুঝাতেই এই ধরনের প্রবাদ গুলি ব্যবহার করা হয়।

"ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।"[১৮]

ব্যাখ্যা: কোনো কাজ করার আগে বা কোন ভুল কাজ করার পর গ্রামবাংলায় এ ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ প্রবাদটি আমাদের গ্রামেও প্রচলিত আছে। আমরা যে কাজটি করব তার সম্পর্কে ভেবে কাজটি করা উচিত, পরবর্তী সময়ে যাতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয।

"সাপ, শালা, জমিদার। তিন নয় আপনার।"[১৯]

ব্যাখ্যা: সম্পর্ক বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদগুলি ব্যবহার করা হয। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে সাপ কোনদিন মানুষের পোষা প্রাণী বা গৃহপালিত প্রাণী হতে পারে না। আর আত্মীয়র মধ্যে শালা কখনো আপন হয় না। জমিদার বা মহাজন তোমার সাথে যতই ভালো ব্যবহার করুক না কেন সে কখনোই তোমার আপন হয় না। অনুরূপ আরেকটি প্রবাদ হলো 'কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা, সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা।'

"কার আগুনে কেবা মরে আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী বলছে দে উলু।"[২০]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটিতে 'সতীদাহ প্রথার' বিষয়টি স্পষ্ট। এদেশে যখন সতীদাহ প্রথা প্রচলন ছিল তখন কোন এক হতভাগিনী প্রজ্বলিত চিতা-শয্যা থেকে পালিয়ে গেলে নদী পাড়ে জল ভরতে উদ্যাত এক কলুর বউকে অগত্যা নিয়ে চিতায় তুলে দেওয়া হয়। প্রবাদটিতে সেই ইতিহাসের ইঙ্গিত বিদ্যমান।

"মোগল পাঠান হদ্দ হল ফরাসি পড়ে তাঁতী।"[২১]

ব্যাখ্যা: স্পষ্ট মনে হয় প্রবাদটি তুর্কি বিজয়ের পর (১২০৪ খ্রীঃ) কোন এক সময় রচিত হয়। বেশ বুঝা যায় কোন এক তাঁতি ফরাসি পড়তে গিয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তার বিদ্যা বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রগতি হয়নি।

"টিপ বুঝে না- টাপ বুঝে না- সেইবা কেমন মেয়ে।
নিম তেতো নিশিন্দা তেতো আরো তেতো খ'র।"[২২]

ব্যাখ্যা: স্পষ্ট তো বুঝা যায় যে প্রবাদটিতে 'সতীন সমস্যার' কথা বলা হয়েছে। যেই ঘরে সতীন আছে সেখানে পান থেকে চুন খসলেই শুরু হয় তুলকালাম। আলোচ্য প্রবাদটিতে নীম, নিসিন্দার তেতোর সঙ্গে সতীনের সাথে ঘর করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

"পহেলা কুত্তা কুত্তা বোল, দুসরা কুত্তা ঘর ঘর বোলে।
তিসরা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই।
যা ছিল আমানি পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেলাম।
ঘরজামাই রামের তরে, ধান শুকোতে দিলাম।।"[২৩]

ব্যাখ্যা: স্পষ্ট বুঝা যায় প্রবাদটিতে ঘরজামাই এর কথা বলা হয়েছে। যে ছেলে ঘর জামাই থাকে তাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তাকে দিয়ে কাজ করানোর কথাও উঠে এসেছে। প্রবাদটির মাধ্যমে। এই প্রবাদটি ও অনেকটা ছড়ার মত।

"আম খেয়ে খায় পানি, খোদা বলে আমি না জানি।"[২৪]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটির শব্দ গঠন দেখে বোঝা যায় প্রবাদটি মুসলিম সমাজে সৃষ্টি। ফলের রাজা আম খেয়ে যে পানি অর্থাৎ জল খায় তার পেটের অসুখ হতে পারে। তাই খোদা বা ভগবান বলছেন আমি না জানি।

"অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া।"[২৫]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটিতে অনাহারের দৃশ্য ফুটে ওঠে। অন্ন বিনা অর্থাৎ ভাত ছাড়া মানুষ ছন্নছাড়া অর্থাৎ ছন্দহীনা হয়ে যায়। যার দৃশ্য আমরা ১৩৫০ এর মন্বন্তরের সময়কার বাংলা সাহিত্য গুলিতে দেখতে পাই।

"অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।
যেমন কন্যা রেবতী, তেমন পাত্র গদা হাতী।"[২৬]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটিতে পরিস্থিতি সচেতনতার বার্তা রয়েছে। খাবার সময় থালায় অন্ন অর্থাৎ ভাত দেখে ঘি এর পরিমাণ দেওয়া এবং পাত্র অর্থাৎ ছেলে দেখে ঝি বা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

"কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছি বা।
বলগে চাষরে বাঁধতে আল।
আজ না হয় জল হবে কাল।"[২৭]

ব্যাখ্যা: কোদাল ও কুড়ুল দিয়ে কোপালে যে রূপ হয়, যখন মেঘগুলি সেই রূপ ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং তখন যদি মাঝে মাঝে হওয়া দেয়, তবে বৃষ্টি আসন্ন বুঝতে হবে, সুতরাং তখনই চাষাদের বৃষ্টির জল ধরার জন্য খেতে আল বেঁধে রাখা উচিৎ।

"মেঘ করে রাতে আর দিনে হয় জল।
তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল।"[২৮]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যদি রাতে আকাশে মেঘ করে। আর দিনে বৃষ্টি হয়। তাহলে ধানের পুষ্টি তেমন একটা হয় না। তাই প্রবাদ টিতে বলা হয়েছে সে সময়ে মাঠে যাওয়াই বিফল।

"ডাক ছেড়ে বলে রাবণ।
কলা রোবে আসার শ্রাবণ।
তিনশত ঝাড় কলা রুয়ে।
থাক দিহি ঘরে শুয়ে।"[২৯]

ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটিও কৃষি বিষয়ক। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কলা গাছ লাগানোর জন্য। তিনশটি ঝাড় কলা গাছ লাগিয়ে গৃহিণীকে ঘরে শুয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। কলা এমন একটি ফল যেই গাছকে কোন কৃত্রিম ঔষধ দিতে হয় না। তাই একবার রোপণ করলেই বারবার ফল দেয়।

"এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বড়শি।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী।
হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে। পাড়া পড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।।"[২৮]

ব্যাখ্যা: পাড়াপড়শী সম্পর্কে এই ধরনের প্রবাদটি বলা হয়। আলোচ্য প্রবাদটিতে বলা হয়েছে এক টানে যে বড়শিতে মাছ ওঠে না সে আবার কেমন বড়শি। আবার এক ডাকে যে সাড়া দেয় না সে কেমন পাড়া-প্রতিবেশী। হলুদকে গুঁড়ো করা হয় শিলনোড়ায় আর বউকে জব্দ করতে হয় পিটে। পাড়াপড়শিকে জব্দ করতে হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে।

"বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হলুদ রোও।
দাবা পাশা ফেলিয়ে থোও।।"[২৯]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য প্রবাদটি কৃষি বিষয়ক। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস হলুদ রোপণ করার জন্য। সে সময়ে দাবা পাশা ইত্যাদি খেলা বাদ দিয়ে মাঠে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. সিদ্দিকী, আশরাফ, লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা ৭০০০৬৭, পৃষ্ঠা-২৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫
৩.তদেব, পৃষ্ঠা-২৫
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২২
৫.তদেব, পৃষ্ঠা-২২
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২২
১০.তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১১.তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
১২.তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
২০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
২১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
২২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২

আকর গ্রন্থ

১. সিদ্দিকী, আশরাফ, লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা ৭০০০৬৭

সহায়ক গ্রন্থ

১. সরকার, পবিত্র, লোক ভাষা লোকসংস্কৃতি, তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, চিরায়ত প্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩।
২. দাশ, নির্মল, লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব পরিক্রমা, অক্ষর পাবলিকেশনস্, জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।
৩. চক্রবর্তী, কুমার বরুণ, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপন, কলকাতা-৯।
৪. আহমদ, ওয়াকিল, লোককলা প্রবন্ধবলি, দ্বিতীয় প্রকাশ, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
৫. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।